বর্ষ ৬ । সংখ্যা ৭ । শ্রাবণ ১৪২৯ । জুলাই ২০২২

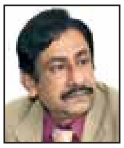

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্যের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগের চেয়ারম্যানদের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল নটায় (২ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নেবার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সকল বিভাগের সার্ভিসের মান আরও উন্নয়ন করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভার সভাপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণার মান আরও বৃদ্ধি করতে হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে হবে। এর মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার মান আরও বৃদ্ধি হবে।

পদ্মা সেতু উদ্বোধন নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, পদ্মা সেতু চালুর ফলে সকল খাতের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। জীবন যাত্রার মান বাড়বে। দেশের অর্থনৈতিক রূপ বদলে যাবে।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব. সার্বিসের মান বৃদ্ধির জন্য ওয়ান পয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত জন গুরুত্বপূর্ণ একটি সভায় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ অংশ নেন। ল্যাব. সার্বিস সহজীকরণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমিটির সিদ্ধান্ত

উন্নতমানের গবেষণার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর এওয়ার্ড প্রদান করা হবে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসকদের জন্য রোগীদের সেবায় অবদান রাখা প্রয়োজনীয় উন্নতমানের গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এবং শিক্ষা, সেবা, গবেষণাসহ সামগ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে এমন বিষয়ে ভাইস-চ্যান্সেলর এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। এছাড়াও এখন পর্যন্ত যে সকল বিষয়ে উচ্চতর কোর্স চালু হয়নি এমন সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে ১ বছর মেয়াদী ফেলোশিপ কোর্স চালু করা হবে। বৃহস্পতিবার সকালে (১৪ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত ডিনস কমিটির সভায় রোগীদের কল্যাণে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় উপাচার্য বলেন, দেশেই বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান প্রশাসন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি গবেষণাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায়ও বিশ্বমান নিশ্চিত করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণকে জোরদার করা হয়েছে। যাতে দেশের রোগীরা উন্নত চিকিৎসাসেবা পেয়ে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারেন এবং জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সকল ক্ষেত্রে আরো সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং বিশ্বের বুকে আরো সুনাম অর্জন করতে পারে।

সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন এবং বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ, উপ- উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, নার্সিং অনুষদ এবং মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, বেসিক সায়েন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. স্বপন কুমার তপাদার, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ মাননীয় উপাচার্যের সঙ্গে

প্রকৌশল শাখার বৈঠক

প্রশাসনে আরো গতি আনায়নে লক্ষ্যে বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে প্রকৌশল শাখার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দুপুর দেড়টায় (৩ জুলাই ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ প্রকৌশল শাখার সকলের মতামত, সুবিধা অসুবিধা মনোযোগ দিয়ে শুনেন।বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সর্বোপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল শাখাকে আরো গতিশীল, আধুনিকায়ন ও অপ্রতুল জনবল ধাপে ধাপে বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকৌশল শাখাকে সময়োপযুগী করে গড়ে তুলার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন উপাচার্য।

বৈঠকে ফাইল জটিলতা নিরসন ও কাজের গতি বৃদ্ধির জন্য মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আরো দায়িত্বশীল ও কর্মতৎপর হবার আহ্বান জানান এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএসএমএমইউয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের মিলনায়তনে এর আয়োজন করে ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেল ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, শুদ্ধাচার হলো কথা দিয়ে কথা রাখা, যার যার কাজ সঠিকভাবে পালন করা, যখন যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে সঠিক সময়ে যাওয়া ও মিথ্যা না বলা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট না করা। আমরা যদি সবাই এসব মেনে চলে নিজেদের পাশাপাশি আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ও আরো এগিয়ে যাবে।

প্রশিক্ষাণ কর্মশালায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েলর উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এতে সঞ্চালনা করেন রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার ও সভাপতিত্ব করেন ইন্সটিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের পরিচালক অধ্যাপক ডা. জেসমিন বানু।

বিএসএমএমইউ শিক্ষক সমিতির নির্বাচন পরিচালনা ১১ সদস্যের কমিটি গঠন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) শিক্ষক সমিতি নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি আগামী তিন মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন আয়োজন করবে।

সোমবার সকাল ৯ টায় (৪ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে এ নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করেন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

কমিটির সদস্যরা হলেন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহাতাব, অধ্যাপক ডা. এ এইচএম জহুরুল হক (সাচ্চু),অধ্যাপক ডা. জাহানারা আরজু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. আহসান হাবিব,সহযোগী অধ্যাপক ডা. আরিফুল ইসলাম জোয়ারদার টিটো,সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু, সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন ও সহকারী অধ্যাপক ডা. নিরুপম চৌধুরী।

কমিটি ঘোষণাকালে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, শিক্ষক সমিতি গঠিত হলে প্রশাসনের জবাবদিহিতা বাড়বে। সব কাজে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা যাবে। খুব দ্রুত এ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করবে এবং সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে অন্তর্ভূক্তিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ'র ৭৮ জন শিক্ষক চিকিৎসকদের মাঝে গবেষণা অনুদান প্রদান গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা থেকে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় উন্নীত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) ৭৮ জন গবেষক শিক্ষক চিকিৎসকদের মাঝে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। নতুন বাজেটে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দ ৪ কোটি টাকা থেকে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বুধবার সকাল ৯ টায় (৬ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ গবেষকদের হাতে গবেষণা অনুদানের চেক তুলে দেন।

এসময় তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নতুন অর্থ বছরে গবেষণা অনুদান ৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। গবেষণার কাজে আগ্রহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পুরস্কারের পাশাপাশি গবেষণা অনুদান আরো বাড়ানো হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গবেষণা খাতে জোর দিয়েছেন। তার সঙ্গে আমরাও চাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত আরো গবেষণা বৃদ্ধি পাক। গবেষণা বৃদ্ধির জন্য আমরা যত দ্রুত সম্ভব রোগীদের স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রাখে এমন প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে পিএইচডি কোর্স চালু করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপ-রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
মোহাম্মদ নাসিমের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল মানবিক গুণসম্পন্ন মোহাম্মদ নাসিমের অভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুভব হবে: আব্দুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সাবেক সদস্য ও ১৪ দলের সাবেক মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিমের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'আমাদের অস্তিত্বে ও মননে মরহুম মোহাম্মদ নাসিম' শীর্ষক স্মরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বিকাল ৩ টায় (৬ জুলাই ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন এ কর্মসূচির আয়োজন করে সিরাজগঞ্জ পেশাজীবী পরিষদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোঃ আব্দুর রহমান বলেন, মোহাম্মদ নাসিম পদের নয়, জনগণের নেতা ছিলেন। তিনি যখন যে দায়িত্ব পেয়েছেন সেখানেই সফলতা দেখিয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেছেন। তিনি বলেন, মোহাম্মদ নাসিম আজীবন দল ও মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। তিনি যেমন সফল রাজনীতিবিদ ছিলেন তেমন আপাদমস্তক একজন মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর অভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুভব হবে। মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে হাজার হাজার নেতাকর্মীরা তার সাথে দেখা করতে আসতেন। সবার সমস্যা সমাধানে তিনি চেষ্টা করতেন।

আব্দুর রহমান বলেন, পদ পেলেই কেউ নেতা হয় না। জনগণ ও নেতাকর্মীদের ভালোবাসায় একজন মানুষ নেতা হয়। মোহাম্মদ নাসিম তেমনই সকলের ভালোবাসার নেতা ছিলেন। তিনি তার সুযোগ্য সন্তান জয়কে (প্রকৌশলী তানভীর শাকিল) খুবই স্নেহ করতেন। জয় তার বাবার হয়ে জনগণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের এই নেতা আরো বলেন বলেন, '১৯৯৬ সালে দল ক্ষমতায় আসার পর তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন। তখন দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির সন্ত্রাসী কার্যক্রম ছিল। নেত্রীর দেয়া দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি সফলতার সাথে এ সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তিনি যখন যে দায়িত্ব পেয়েছেন সেখানেই সফলতা দেখিয়েছেন। তিনি আজীবন দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে জীবিত থাকবেন।'

আলোচনা সভার মুখ্য বক্তা প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে সংসদ সদস্য প্রকৌশলী তানভীর শাকিল জয় বলেন, আমার বাবা সিরাজগঞ্জের প্রতিটি মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন। তাদের সাহস, আস্থা ও ভালবাসার মানুষ ছিলেন তিনি। তিনি মন্ত্রী-এমপি নয় সকল নেতাকর্মীদের প্রিয় নাসিম ভাই হিসেবে বেঁচে ছিলেন। তিনি নেতাকর্মীদের সকল ন্যায্য কাজ ও সহযোগিতায় সব সময় এগিয়ে গেছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। করোনার সংক্রমণের ভয়াবহ মূহুর্তেও তাকে ঘরে রাখা যায়নি। লকডাউনের মধ্যেও তিনি তার মানুষের জন্য ছুটে গেছেন। আর সেই মহামারির সংক্রমণেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'দেশের কল্যাণে জননেতা মোহাম্মদ নাসিমের অবদান অনেক। কমিউনিটি ক্লিনিক, নার্সিং ইনস্টিটিউট ও কলেজ, ম্যাটস প্রতিষ্ঠাসহ স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে যে কাজ করেছেন তা ইতিহাস হয়ে থাকবে। বিএসএমএমইউর বাজেট বৃদ্ধিতে তিনি গুরুপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৪ দলের নেতা হিসেবে তিনি সফলতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। এক সময় দেশে মোবাইলে কল করলেও ৩২ টাকা লাগত আবার কল রিসিভ করলেও ৩২ টাকা লাগতো। তিনি দায়িত্ব নেবার সেটি জনসাধারণ মানুষের নাগালে নিয়ে এসেছেন। মোহাম্মদ নাসিম তাঁর কাজের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সব ভালো কাজই সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে বলে আমি মনে করি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ডা. অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, হেপাটোবিলিয়ারি , পেনক্রিয়েটিক ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মোহছেন চৌধুরী, এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদ পুনর্মিলনী ২০২২ অনুষ্ঠিত মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের পবিত্র ঈদ-উল-আযহার শুভেচ্ছা বিনিময়

সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ঈদ পুনর্মিলনী -২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত (১৩ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের শহীদ ডা. মিলন হলে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা পরবর্তী আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনীতে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. এ কে এম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, পরিচালকবৃন্দ ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, ঈদ-উল- আযহা হলো আত্মত্যাগের ঈদ। কিভাবে অন্যের উপকারে নিজেকে ত্যাগ করতে হয় তা শেখায় এই পবিত্র ঈদ-উল-আযহা। আমরা যার যার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করব। সময় মতো কাজ না করলে আমরা যে বেতন পাবো তা হালাল হবে না। তিনি বলেন, জাতির জনকের নামের এই বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে গুরুত্বসহকারে দেখেন। তিনি সব সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ খবর রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা ও বাংলাদেশে মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেলের মতো বড় বড় প্রকল্প জননেত্রীর হাতে বায়স্তবায়িত করার মাধ্যমে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, পবিত্র ঈদ উল আযহার ছুটির মাঝেও গত ১১ জুলাই ২০২২, সোমবার বিশেষ ব্যবস্থায় রোগীদের সুবিধার্থে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগ খোলা ছিল। ঈদের ছুটির মাঝে সাধারণ জরুরি বিভাগ, বিভিন্ন বিভাগের জরুরি বিভাগসমূহ ও হাসপাতালের ইনডোর সেবা প্রচলিত নিয়মে যথারীতি চালু ছিল। ঈদের ছুটির মাঝে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বন্ধের আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় সম্মানিত বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ ও সম্মানিত পরিচালক (হাসপাতাল) সহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্যের
সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল পরিদর্শন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) অধীন চালুর অপেক্ষায় থাকা নির্মাণাধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

শনিবার দুপুর ১ টায় (২ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সুপার স্পেশালাইজড হাসাপাতাল নির্মাণ কাজের সর্বশেষ পরিস্থিতি ঘুরে ঘুরে দেখেন।

মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ নির্মাণ কাজের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। খুব দ্রুত এ হাসপাতাল উদ্বোধন করা হবে বলে জানান তিনি। তাই দ্রুত বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্মাতা কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করেন তিনি।

বিএসএমএমইউ মাননীয় উপাচার্যের রাউন্ড

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালে রাউন্ড দিয়েছেন।

রোববার সকাল ১০ টায় (৩ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সি-বক্লু, বি-ব্লকের অর্থ ও হিসেব শাখা, ডি ব্লকের বিভিন্ন ফ্লোরে এ রাউন্ড দেন।

এ সময় বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনকালে অনুপস্থিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ণ করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

বুকে ব্যথা নিয়ে বিএসএমএমইউয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত
পাঁচটি কারণে বুকে ব্যথা হয়: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বুকে ব্যথা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার সকাল সাড়ে ৮ টায় (১৭ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক মিলনায়নে এ সেমিনারটির আয়োজন করে সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটি।

সেমিনারে উঠে আসে, বুকে ব্যথা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। তার মধ্যে মারাত্মক সমস্যা থাকতে পারে ১০ থেকে ১২ শতাংশ। যারা বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসেন তাদের অযথা বেশী পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে রোগের উপসর্গ অনুযায়ী পরীক্ষা করে চিকিৎসা করা উচিত। বুকে ব্যথা হলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়া উচিত। বুকে আঘাত পেলে কোনভাবেই হালকাভাবে নেয়া যাবে না।

অধিকাংশ বুকে ব্যথা সাধারণ কারণে হলেও এর একটি অংশের কারণ হৃদরোগ। হৃদরোগজনিত বুকে ব্যথা সঠিক সময়ে ধরতে না পারলে এমনকি প্রাণ সংশয় হতে পারে। বুকে ব্যথা নিয়ে যত রোগী বহির্বিভাগে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় তার প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগই হৃদরোগজনিত। হৃদরোগজনিত বুকে ব্যথার রোগীদের একটি বড় অংশ হাসপাতালে আসার সুযোগই পান না। এ ধরণের রোগীদের একটি অংশ হাসপাতাল পর্যন্ত আসলেও সঠিক চিকিৎসা পান না। চিকিৎসা বঞ্চিত এসব রোগীর বিশেষত মহিলা

বাকি অংশ: পৃষ্ঠা-৫, কলাম-১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলোজি ডিভিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) হেপাটোলোজি বিভাগের ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলোজি ডিভিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে (৭ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে এর আয়োজন করে হেপাটোলজি বিভাগ। এদিকে দিবসটি উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনির এ মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছন।

স্যুভেনির এ দেয়া বাণীতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, লিভার মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মানবদেহে সুষ্ঠু পরিচালন প্রক্রিয়ার জন্য সুস্থ লিভারের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন ও মাদকাসক্তিজনিত কারণসহ হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস সংক্রমণের ফলে দেশের মানুষের লিভারের বিভিন্ন রোগের প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দেশের শীর্ষ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলোজি ডিভিশন চালু একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

স্যুভেনির এ দেয়া এক বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের লিভার বিশেষজ্ঞরা হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ন্যাসভ্যাক নামক নতুন ওষুধের যৌথ উদ্ভাবন করেছেন। ইন্টারভেনাশাল হেপাটোলজি ডিভিশনটিতে ন্যাসভ্যাকের নতুন ক্লিনিক্যাল শুরু হয়েছে। তাছাড়া এই ডিভিশনে লিভার রোগীদের চিকিৎসায় স্টেম সেল, ট্রান্স-আর্টারিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশনসহ নতুন নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ডিভিশনটির লিভার বিশেষজ্ঞদের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ঢাকার বাইরে সিলেটে সফলভাবে স্টেম সেল থেরাপি ও ট্রান্স-আর্টারিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া ডিভিশনটিতে ট্রান্সপ্ল্যান্ট হেপাটোলজিতে ফেলোশিপ প্রোগ্রাম চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যা এদেশে নিয়মিতভাবে লিভার ট্রান্স প্লান্টেশন করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের সরকার নতুন নতুন চিকিৎসা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সব ধরণের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

বাণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠিত ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন এদেশের লিভার রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা প্রাপ্তির সুযোগকে প্রসারিত করবে। দেশের সকল মানুষের জন্য সহজলভ্য, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপনের উপযোগী দূষণমুক্ত পরিবেশ নির্মাণের মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র তৈরি করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো ইনশাহআল্লাহ।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, গবেষণার জন্য রেকর্ড রাখা অপরিহার্য। ভালো গবেষণা করতে হলে রোগীদের সেবাদানসহ প্রতিদিন কী কী কাজ করলাম তা সংরক্ষণে রাখতে হবে। গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাও রাখতে হবে। এতে করে গবেষণার বিষয় সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন যা সকলের জন্য উপকারী হবে। তিনি বলেন, জাতির জনকের বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ও নতুন নতুন কিছু করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলোজি ডিভিশন প্রতিষ্ঠাও এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহারণ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) মহাসচিব অধ্যাপক ডা. এমএ আজিজ, লিভার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. সেলিমুর রহমান।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন হেপাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আইয়ুব আল মামুন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলোজি ডিভিশনের প্রধান অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহাতাব স্বপ্নীল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ সোমবার ১৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হল, এ ব্লকের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত রেসিডেন্সী প্রোগ্রামের ফেইজ এ এবং ফেইজ বি এর পরীক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোঃ আব্দুল হাকিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

এডাডেমিক কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত

শিক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল করার উপর গুরুত্বারোপ
রোগীদের সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি ও মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে
বিভিন্ন ডিভিশন খোলা ও ফেলোশিপ চালুর সিদ্ধান্ত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে সোমবার (১৮ জুলাই) এডাডেমিক কাউন্সিলের ৬৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, ইউজিসির অধ্যাপক ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, ডিন অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখসহ বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় রোগীদের সুবিধার্থে চিকিৎসাসেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি ও সেবারমান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিভিশন খোলা ও ফেলোশীপ চালুর বিষয় অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে অর্থোপেডিক সার্জারি অধীনে অর্থোস্কোপিক ও অর্থোপ্লাস্টি, স্পাইন সার্জারি এবং হ্যান্ড এন্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি ডিভিশন খোলা, শিশু বিভাগের অধীন পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রাইনোলজি ডিভিশন খোলা, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অপথালমোলজি বিভাগের অধীন ভিট্রিও রেটিনা, গ্লুকোমা, কর্ণিয়া, অকুলোপ্লাস্টি, ক্যাটারেক্ট ও রিফ্রেকটিভ সার্জারিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ফেলোশিপ চালু ইত্যাদি। এছাড়া বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম এবং এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম অনুমোদিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল, জোরদার ও উন্নয়ন করতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা সেবা, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বিজ্ঞ সদস্যগণ তাদের মূল্যবান মতামত দেন এবং তা বিবেচনায় নেওয়া হয়।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য হলেন বিএসএমএমইউ উপাচার্য

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

মঙ্গলবার বিকালে (১৯ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) এ উপলক্ষে বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রাসেল, উপ-রেজিস্ট্রার ডা. মুহাম্মদ কামাল হোসেন, হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দেবাশীষ বৈরাগী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ'র নবজাতক বিভাগে

প্রফেসর সহিদুল্লা নিউবর্ন নোলেজ এন্ড রিসার্চ সেল উদ্বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) নবজাতক বিভাগে 'প্রফেসর সহিদুল্লা নিউবর্ন নোলেজ এন্ড রিসার্চ সেল' উদ্বোধন ও ইয়ারবুক-২০২২ এর মোড়ক উম্মোচন করা হয়েছে। বুধবার দুপুর ১টায় (২০ জুলাই ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সি-ব্লকের নবজাতক বিভাগে প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ রিসার্চ সেল এবং ই -ব্লকে বিভাগটির ইয়ারবুক -২০২২ এর মোড়ক উম্মোচন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য স্থাপিত ''প্রফেসর সহিদুল্লা নিউবর্ন নোলেজ এন্ড রিসার্চ সেল" অনলাইনের মাধ্যমে দেশ বিদেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী কাজ হয় সেটি একসঙ্গে জানা যাবে। সারাদেশের নবজাতক রোগীদের এনআইসিইউ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কেন্দ্রীয়ভাবে এ রিসার্চ সেল সরাসরি কাজ করবে। দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতালে কর্মরত নবজাতকদের চিকিৎসকদের নবজাতক সেলের মাধ্যমে ঐক্যবব্ধ করা হবে এবং তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয়ভাবে দেয়া যাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জ্ঞানের কোন সীমা নেই। শিক্ষা ছাড়া আমাদের কোন গতি নেই। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তারাও প্রতিদিনই শেখেন। রিসার্চ করতে গেলে অনেক শিখতে হয়, শেখা যায়। প্রফেসর সহিদুল্লা নিউবর্ন নোলেজ এন্ড রিসার্চ সেল দেশের নবজাতক চিকিৎসায় নতুন দিগন্তের উম্মোচন করবে বিশ্বাস করি।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জনকল্যাণে অধিক কাজে লাগে এমন সব গবেষণা বেশী করতে হবে। গবেষণাকাজে নবজাতক বিভাগের এ নতুন সেল বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যান্য মেডিক্যাল শিক্ষা, গবেষণা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে একই ছাতার তলায় নিয়ে আসতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নবজাতক বিভাগের মত সব বিভাগেও ইয়ারবুক চালু করা হবে বলে জানান তিনি।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, যে কোন গবেষণা বা কাজ হোক সেটি করলেই কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে। ভুল হতে হতে একসময় সঠিক হবে। ভুল হবে ভেবে কাজ করব না এটি হতে পারে না। কাজ করতে গেলেই ভুল হবে। এ ভুল থেকে আমরা নতুন করে শিক্ষা লাভ করি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, নবজাতক বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা, বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সঞ্জয়কুমার দে, পরিচালক ব্রি: জেনারেল ডা. নজরুল ইসলাম খান প্রমুখ।

এসময় শিশু নেফ্রোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আফরোজা বেগম, শিশু হেমাটোলজি ও অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবজাতক বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সহিদুল্লা। তিনি দেশে ও বিদেশের নবজাতক চিকিৎসায় অন্যন্য ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নবজাতকের চিকিৎসায় অবদানের স্বরূপ তাঁর নামে এ রিসার্চ সেল প্রতিষ্ঠা করা হল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার মঙ্গলবার (১৯ জুলাই ২০২২খিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে শীঘ্রই চালু হতে যাওয়া অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, অধ্যাপক ডা. শাহীন আকতার, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ডা. মোঃ হারিসুল হক, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নজরুল ইসলাম খান, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক ও সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের উপ-পরিচালক সহকারী অধ্যাপক ডা. এসএম ইয়ার ই মাহাবুব, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের উপ-প্রকল্প পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডা. নূর ই এলাহী মিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউয়ে আইসিইউ'র নার্সদের প্রশিক্ষণ

স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণে 'রোগীর সঙ্গে আচারণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি রাখা উচিত: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) কর্মরত নার্সদের মাসব্যাপী 'পোস্ট বেসিক ক্রিটিক্যাল নার্সিং এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং' কর্মসূচির ৩২ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় (২১ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সি-ব্লকের এনেসথিয়া এন্যালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, মৃত্যুপথ যাত্রী রোগীর অতি আপনজন হিসেবে পাশে থাকেন আইসিইউতে কর্মরত সেবিকরা। তারা দক্ষ হলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। আইসিইউতে মৃত্যু পথযাত্রীকের ঝুঁকি কমানোই আজকের এ কর্মসূচি।

তিনি বলেন, সেবিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিশ্চই জন্য প্রশিক্ষকরা কারিকুলাম ফলো করেন। আমরা রোগীর সাথে কেমন আচারণ করব সেটির দিকেও নজর দিতে হবে। এজন্য সেবিকাসহ স্বাস্থ্যকর্মীদের আচারণ নিয়ে প্রতিটি প্রশিক্ষণে 'রোগীর সঙ্গে আচারণ ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি রাখাও খুব জরুরি।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবিকারাও বেশ অবদান রাখতে পারবে। আমাদের কাছে অনেক বিদেশী স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত স্টোকহোল্ডার প্রশিক্ষিত ৫০ হাজার সেবিকাদের চাহিদা চেয়েছিলেন। আমরা দিতে পারেনি। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও ভবিষ্যতে প্রশিক্ষিত নার্সদের খুব চাহিদা আরও বাড়বে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা এবং উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেনএনেসথিয়া এন্যালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. কামরুল হুদা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিভাগটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবাশিস বনিক।

এদিকে দুপুর ১ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার ভবনে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা আয়োজিত হয়।

পাঁচটি কারণে বুকে ব্যথা হয়: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

আবার বয়স্ক রোগী, ডায়ালাইসিস রোগী, অপারেশন পরবর্তী রোগীরাও হৃদরোগের উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। আবার বাড়িতে বসে যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তাদের সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছানোও একটি বড় সমস্যা। এসব সমস্যা উত্তরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। যেমন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি রোগী ও সাধারণ মানুষদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এর বাইরে আধুনিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেবার মাধ্যমেও হৃদরোগজনিত বুকে ব্যথা তথা হৃদরোগের চিকিৎসার আওতা ও উৎকর্ষ বাড়ানো সম্ভব। আর এর মাধ্যমে হৃদরোগজনিত মৃত্যুও কমিয়ে আনা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন। বুকে ব্যথা হলেই রোগীকে দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিতে হবে। সামন্য অবহেলায় রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বুকে ব্যথা ডাক্তারদেরও হয়, রোগীর হয়। বুকে ব্যথা রোগী আসলেই আমরা দেরি করব না। বুকে ব্যাথায় নানান কারণ থাকলেও প্রধান পাঁচটি কারণে বুকে ব্যথা হয়ে থাকে। হৃদরোগের কারণে বুকে ব্যাথা, ফুসফুস সংক্রমণের জন্য বুকে ব্যথা, ব্যাকটেরিয়া এন্ড ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে বুকে ব্যথা, স্ট্রেস বা অস্থিরতার কারণে বুকে ব্যথা ও টেন্ডনের মাংস পেশীতে ব্যথার কারণে বুকে ব্যথা হয়। আমরা কার্ডিয়াক ১ ধরণের ও নন কার্ডিয়াকে চার ধরণের কারণে বুকে ব্যথা চিহ্নিত করে থাকি।

তিনি বলেন, কী কারণে বুকে ব্যথা হয় সেটি বিচার না করে দ্রুত হাসপাতালে আসতে হবে। তা না হলে রোগীকে বাঁচাতে পারব না। আমরা প্রায় দেখতে পাই, ঘুমের ঘরে মানুষ মারা যায়। এদের অনেকের রাতে বুকে ব্যথা হলে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সে ঘুম আর ভাঙ্গে না।

তিনি বলেন, বুকের ব্যথার পরীক্ষার নিরীক্ষার সব ধরণের সুযোগ সুবিধা আমাদের রয়েছে। তাই বুকে ব্যথা নিয়ে বাসায় বসে থাকা দরকার নেই। আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎক হতে ইচ্ছুক রেসিডেন্ট চিকিৎসক আছে তাদের বলব, বুকে ব্যথা নিয়ে কোন রোগীর যাতে মৃত্যু বরণ না করে সেইভাবেই তৈরি হতে হবে। বুকের ব্যথা নির্ণয়ের জন্য যেসব মেশিন বর্তমানে রয়েছে সে সবকে আরো আধুনিক করার জন্য যা করা করা দরকার তাই করব।

বুকে ব্যথা হলে করণীয় দিক নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করেন মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফেরদৌস উর রহমান, ফুসফুসজনিত বুকে ব্যথা নিয়ে আলোচনা করেন রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. রাজাশিস চক্রবর্তী ও হৃদরোগজনিত বুকে ব্যথায় করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন কার্ডিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. মোহাম্মাদ ফয়সাল ইবনে কবির।

সেমিনারে বুকে ব্যথা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধ্যাপক ডা. সজলকৃষ্ণ ব্যানার্জী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন ও উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল সাব কমিটির সভাপতি নাক কান গলা বিভাগের অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন রেসাপিরেটরি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সম্প্রীতি ইসলাম।

- ৩য় পৃষ্ঠার পর

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধে বিএসএমএমইউ ভিসির শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতির পিতার সমাধি সৌধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টায় (২২ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এ সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে মন্তব্য বহিতে উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না। আমরাও দেশ এ অবস্থায় পেতাম না। বঙ্গবন্ধুর প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অবদান বাঙালীর আত্মমর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে আড়াই ঘণ্টায় এ সমাধিস্থলে আসতে পারার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বারবার ক্ষমতায় আসলে উন্নয়েন অনেক দেশকে অতিক্রম করে যাবে।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ইন্দ্রজিত কুমার কুন্ডু, সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লাহ, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ শাহীন আলম, কার্ডিওলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. এসএম ইয়ার-ই-মাহাবুব, উপ-রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন, উপ-রেজিস্ট্রার কার্ডিওলজিস্ট ডা. মুহাম্মদ কামাল হোসেন, হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, সার্জারি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. অরুপ কুমার বিশ্বাস, কার্ডিওলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. বশির আহমেদ জয়, এনেসথিয়া এন্যালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডা.শরীফ উদ্দিন সিদ্দিকী, ডা. সাজ্জাদ, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল হাকিম, উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দেবাশীষ বৈরাগী, উপাচার্য মহোদয়ের অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার ড. আশিকুর রহমান, মিডিয়া সেলের সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে সকাল নটায় কাশিয়ানীর খয়েরহাটে মুন্সীবাড়িতে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের গোপালগঞ্জ শাখার নির্মাণাধীন শাখার জমি পরিদর্শন করেন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

শোক সংবাদ

ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়ার মৃত্যুতে

বিএসএমএমইউ উপাচার্যের শোক

জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ও গাইবান্ধা-৫ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

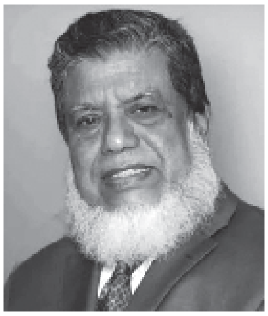

শনিবার ২৩ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ এক শোকবার্তায় বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো শারফুদ্দিন বলেন , ফজলে রাব্বী মিয়া ছিলেন গণমানুষের নেতা, নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিবিদ এবং একজন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান। তাঁর মতো পরিশীলিত রাজনীতিবিদের মৃত্যু এ দেশের রাজনীতিতে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করলো। সংসদীয় ধারার রাজনীতিতে তিনি অনবদ্য অবদান রখে গেছেন। সংসদ পরিচালনায় মরহুম ফজলে রাব্বী মিয়ার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা ও বিকাশে তার অনবদ্য অবদান জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

শোকবার্তায় মরহুম ফজলে রাব্বী মিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন বিএসএমএমইউ উপাচার্য ।

বিএসএমএমইউ'র পাবলিক হেলথ বিভাগের ওরিয়েন্টেশন

আমরা যত সুস্থ থাকব, দেশের অর্থনীতি তত ভাল থাকবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ (এমপিএইচ) ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বেলা ১১ টায় (২৪ জুলাই ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লকের বিভাগটির শ্রেণিকক্ষে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিভাগে নতুন ভর্তি ১৬ জন শিক্ষার্থীকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় এবং বিভাগটির সহকারী অধ্যাপক ডা. মারুফ হক খান নবীন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগ নিয়ে একটি প্রেজেন্টশনও প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, রোগ যত কম হবে দেশের মানুষ তত অর্থনৈতিকভাবে বেশী ভাল থাকবে। রোগ হলে কাজ বন্ধ থাকবে, ফলে উৎপাদনশীলতা কমে যাবে। আমরা যত সুস্থ থাকব, দেশের অর্থনীতি তত ভাল থাকবে। এজন্য আমাদের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের দিকে বেশী নজর দিতে হবে। এ কাজে পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের গবেষণার ফলে স্বাস্থ্যখাতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ধরণের আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। দিন যাচ্ছে আমাদের মত দেশে পাবলিক হেলথ ইনফরমেটিক্স বিভাগের গুরুত্ব অধিকতর হচ্ছে। করোনাভাইরাস মহামারীর মধ্যে পাবলিক হেলথের গুরত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও গবেষণার দিকে বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যবিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন,পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডা. সৈয়দ শরিফুল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. বিজয় কুমার পাল।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, সহযোগী অধ্যাপক (সার্জিক্যাল অনকোলজি) ডা. মোঃ রাসেল, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. খালেকুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার ২৪ জুলাই ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই প্রথমবারের মতো চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন ২০২২ এর শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন সিদ্দিক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান জুয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের নিজ নিজ কাজ সঠিকভাবে পালন করার আহবান জানান যাতে করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আরো বৃদ্ধি পায়।

সন্ধ্যার দিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

ঘোষিত ফলাফলে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রাপ্ত ভোট-২৫৫, সহ-সভাপতি মোঃ জামাল হোসেন, মোঃ ইব্রাহীম হোসেন, মোঃ রুবেল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোঃ লোকমান, প্রাপ্ত ভোট-৫৪৬, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ সজীব হোসেন মোল্লা, মোঃ রেজাউল আহমেদ রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইদ্রিছ ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নিমাই চন্দ্র সরকার, মোঃ আব্দুল বারেক শেখ, মোঃ শাহ আলম মিয়া, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মোস্তফা মোল্লা, দপ্তর সম্পাদক সজল সরকার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ তরিকুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মোঃ শাহীনুর সোহাগ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ, স্বাস্থ্য সম্পাদক মোঃ আঃ সালাম, প্রচার সম্পাদক মোঃ বিল্লাল হোসেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শারমিন সুলতানা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আশরাফ আলী, সহ-সম্পাদক আব্দুল মতিন, মোঃ পিন্টু খান, শাহিনুর আক্তার, ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম খান জনি। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন সুজন চন্দ্র দে, মোঃ আব্দুল মালেক, মোঃ পারভেজ হোসেন, শেখ লিয়াকত আলী, মোঃ আমিরুল ইসলাম, মোঃ আতাউর রহমান, মোঃ হাছিবুর রহমান, মোঃ ছবেদ আলী মোল্লা ও মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের

সিন্ডিকেট-এর ৮৭তম সভা অনুষ্ঠিত

স্বপ্ন ও বিস্ময়ের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন
শীঘ্রই চালু হতে যাওয়া সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের বিষয়ে বিস্তারিত অবহিতকরণ
রোগীদের সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি ও মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে
বিভিন্ন ডিভিশন খোলা ও ফেলোশিপ চালুর বিষয় অনুমোদন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে আজ মঙ্গলবার (২৬ জুলাই ২০২২খিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ৮৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় মাননীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোঃ আব্দুল আজিজ, মাননীয় সংসদ সদস্য বেগম ফরিদা খানম, এমপি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান, অধ্যাপক ডা. কাজী শহীদুল আলম, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক, ইউজিসির অধ্যাপক ডা. সজল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, অধ্যাপক ডা. এ এইচ এম জহুরুল হক, বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন অব জার্নালিষ্ট (বিএফইউজে) জনাব ওমর ফারুক, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় স্বপ্ন ও বিস্ময়ের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন সম্পর্কিত প্রস্তাব সিন্ডিকেটের সকল সদস্যদের সর্ব সম্মতিতে গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে সভার সভাপতি মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ পদ্মা সেতুকে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন হওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে আরো বেশি করে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ ও জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেছে।

মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে শীঘ্রই চালু হতে যাওয়া সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের বিষয়ে সম্মানিত সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দকে বিস্তারিত অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দেশের সব রোগীরা যাতে দেশেই সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা পান তা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ধরে শীঘ্রই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধন করা সম্ভব হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেশের প্রথম ও একমাত্র ৭৫০ শয্যাবিশিষ্ট সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল এখন শুধু স্বপ্ন নয়, সত্যি । নির্মাণকাজ শেষ, এখন শুধুই উদ্বোধনের অপেক্ষা। দেশের প্রথম সেন্টার বেইজড চিকিৎসা সেবা চালু হবে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালটিতে। এ ধরণের হাসপাতাল এই প্রথম। বর্তমানে সিঙ্গাপুর, কোরিয়াসহ বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশে সেন্টার বেইজড চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি চালু আছে। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে আন্তর্জাতিক মানের মডিউলার অপারেশন থিয়েটার থাকবে ১১টি। থাকবে বিভিন্ন বিভাগ, ডিসিপ্লিন নিয়ে কমপক্ষে বিশ্বমানের পাঁচটি সেন্টার। ৫টি সেন্টারের মধ্যে জরুরি বিভাগ, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, কিডনি ডিজিজ এবং কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট, হেপাটোলজি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং ১০০ বেডের আইসিইউ। ৬৪টি কেবিন থাকবে; এর মধ্যে রয়েছে ৬টি ভিভিআইপি কেবিন, ২৩টি ভিআইপি কেবিন। বাকিগুলো ডিলাক্স কেবিন। থাকবে অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, যেগুলো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত থাকবে। অত্যাধুনিক সিটিস্ক্যান, এমআরআই থেকে শুরু করে সব পরীক্ষা হবে ডিজিটালাইজড এ হাসপাতালে। মৌলিক গবেষণার সুযোগসহ গবেষণার জন্য আলাদা সেন্টার থাকবে। রোগীদের সুবিধার্থে নতুন সংযোজন যেমন বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন, জিন থেরাপি এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক গবেষণাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হাসপাতালটিতে উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ দেশের প্রথম বিশ্বমানের মডেল হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ান কর্মরত থাকবেন। স্বাস্থ্য খাতের মেগা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। অর্থায়ন করছে কোরিয়ান সরকারের ইডিসিএফ কর্তৃপক্ষ। এইচডিসি, স্যামসাং, সানজিন এ তিনটি কোরিয়ান কোম্পানি যৌথভাবে হাসপাতালটি নির্মাণ করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পাশে ৩ দশমিক ৪ একর জায়গায় এক হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে অত্যাধুনিক বিশেষায়িত (সুপার স্পেশালাইজড) হাসপাতালটি। নির্মাণ ব্যয়ের মধ্যে এক হাজার ৪৭ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। মাত্র শূন্য দশমিক শূন্য এক শতাংশ সুদ এবং যে ঋণ পরিশোধের গ্রেস পিরিয়ড থাকবে ১৫ বছর। পরবর্তী ৪০ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। হাসপাতালটি উদ্বোধনের পর থেকে দু' বছর কোরিয়ার ৬ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং ৫০ জন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োজিত থাকবেন। তিনি আরো জানান, সেখানে রোবটিক সার্জারিরও ব্যবস্থা থাকবে।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় রোগীদের সুবিধার্থে চিকিৎসা সেবার পরিধি আরো বৃদ্ধি ও সেবারমান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিভিশন খোলা ও ফেলোশিপ চালুর বিষয় অনুমোদিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে অর্থোপেডিক সার্জারির অধীনে অর্থোস্কোপিক ও অর্থোপ্লাস্টি, স্পাইন সার্জারি এবং হ্যান্ড এন্ড রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি ডিভিশন খোলা, শিশু বিভাগের অধীন পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রাইনোলজি ডিভিশন খোলা, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের অধীন ভিট্রিও রেটিনা, গ্লুকোমা, কর্ণিয়া, অকুলোপ্লাস্টি, ক্যাটারেক্ট ও রিফ্রেকটিভ সার্জারিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ফেলোশীপ চালু ইত্যাদি। এছাড়া বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম এবং এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স কারিকুলাম অনুমোদিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিশ্ব হেপাটাইটিস ডে ২০২২ উপলক্ষে র‌্যালি, সেমিনার অনুষ্ঠিত

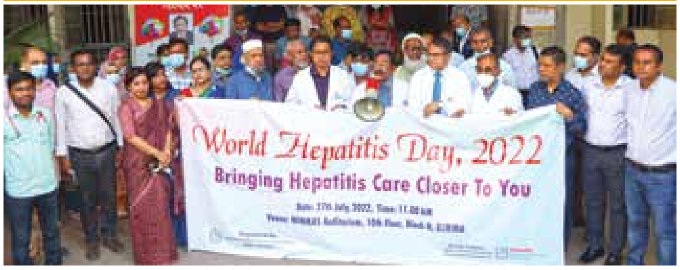

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের উদ্যোগে বুধবার (২৭ জুলাই ২০২২ইং) বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের সামনে থেকে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২২কে সামনে রেখে 'ব্রিংগিং হেপাটাইটিস কেয়ার ক্লোজার টু ইউ' প্রতিপাদ্য নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে র‌্যালিটির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। র‌্যালিটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, প্যাডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ রোকুনুজ্জামান, শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু, প্যাডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফাহমিদা বেগম, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, উপ- রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

র‌্যালিপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, লিভারের বিভিন্ন রোগ শিশুদেরও হয়। এতে অনেক শিশু মারা যায়। লিভারে বি ভাইরাস, সি ভাইরাস এমনকি ক্যান্সার পর্যন্ত হয়। লিভার রোগ প্রতিরোধে বিশুদ্ধ পানি পান, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ও ভ্যাকসিন নেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুদের আগেভাগে সুস্থ করতে পারলে তারা দীর্ঘায়ু হবে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে লিভারের সব ধরণের রোগের উন্নত চিকিৎসা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সহায়তায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল চালু হবে সেখানে লিভাররোগের সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবার সাথে সাথে বিশ্বমানের লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেরও ব্যবস্থা থাকবে। পরে প্যাডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এন্ড নিউট্রিশন বিভাগের উদ্যোগে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

বৈশ্বিক সংকট মাঙ্কিপক্স নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সতর্ক রয়েছে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেছেন, করোনা ভাইরাস মহামারির বিশ্ব থেকে এখনো শেষ হয়নি। এরমধ্যেই বিশ্বে আরো একটি ভাইরাস জেঁকে বসবার উপক্রম করছে। সম্প্রতি ভারত, যুক্তরাজ্য, ইতালি, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ কয়েকটি দেশে একটি ফুসকুড়িসহ জ্বরের ঘটনা ঘটেছে যা মাঙ্কিপক্স হিসাবে নির্ণয় করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা মাঙ্কিপক্সকে শনাক্তযোগ্য ও বর্ধনশীল ব্যাধি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুয়ায়ী বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত প্রায় ১৭,০০০ মাঙ্কিপক্স রোগী পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিএইচও) মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেইসাস ২৩ জুলাই মাঙ্কিপক্সের সর্বোচ্চ স্তরের সতর্কতা জারি করেছেন। বাংলাদেশে এখনো এই রোগের কোন রোগী ধরা পড়ে নাই। দেশের মানুষকে যে কোন ধরনের গুজব বা আতংক এড়িয়ে চলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মতো এই রোগ থেকেও আমরা জাতিকে নিরাপদ রাখতে পারবো। অন্যান্য রোগেরও মতও করোনাভাইরাস প্রতিকার ও প্রতিরোধ যুদ্ধে জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সামনে থেকে কাজ করেছে। বৈশ্বিক সংকট মাঙ্কিপক্সও নিয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সতর্ক রয়েছে। আজ শনিবার ৩০ জুলাই ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হল মাঙ্কিপক্স নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বিএসএমএমইউ'র উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, ডিন অধ্যাকপ ডা. দেবব্রত বনিক, মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার-ই-মাহাবুব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে স্বপ্নের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেছেন। পদ্মা সেতুর অর্জনের মত স্বাস্থ্যখাতে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালও দেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন বলে আমি মনে করি। দেশের প্রথম সেন্টার বেইসড এই সুপার স্পেশালাইজড হাসাপাতালের শুভ উদ্বোধন আগামী ২৮ আগস্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নির্মিত এ সুপার স্পেশালাইজড হাসাপাতাল উদ্বোধন করা হবে আশা করছি। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে দেশের সব রোগীরা যাতে দেশেই সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা পান তা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব দৈনিক ভোরের কাগজের সাবেক বার্তা সম্পাদক, দৈনিক দেশ রুপান্তরের সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক অমিত হাবিবের মৃত্যুতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ করা হয় ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এছাড়াও করোনা ভাইরাস ও মাঙ্কিপক্সে মৃত্যুবরণকারী সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় উপাচার্য আরো বলেন, মাঙ্কিপক্স একটি ডিএনএ ভাইরাস। কাউপক্স, ভ্যাক্সিনিয়া এবং ভ্যারিওলা (স্মলপক্স) এই গ্রুপের ভাইরাস। এটি একটি জুনোটিক ভাইরাস যার প্রাথমিক সংক্রমণ সংক্রমিত প্রাণীর সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বা সম্ভবত তাদের অপর্যাপ্তভাবে রান্না করা মাংস খাওয়ার মাধ্যমে ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। মাঙ্কিপক্স সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়, যার মধ্যে শ্লেষ্মা ঝিল্লি এবং ত্বকের ক্ষতের মাধ্যমে বা দূষিত বস্তুর সংস্পর্শে আসা অন্যতম। এটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ফোঁটা বা ড্রপলেট দ্বারাও সংক্রামিত হতে পারে। স্বল্প দূরত্বে এবং দীর্ঘক্ষণ সান্নিধ্যে থাকার সময়ে। মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত অন্য ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ শারীরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে কেউ ঝুঁকিপূর্ণ। প্রধান ফ্যাক্টর হল একাধিক সঙ্গী থাকা। দেখা গেছে ৭৪ শতাংশ রোগীর বহুগামিতার অভ্যস্ত। আর ২৬ শতাংশ রোগীর মাঙ্কিপক্সের সাথে এইচআইভি-পজিটিভ ধরা পড়ে। মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমণই সবচেয়ে ভয়ংকর মাধ্যম বলে বিবেচিত। ৯০ শতাংশ রোগী ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু। গুটিবসন্তের টিকা বন্ধ করা এর একটি কারণ হতে পারে। গুটিবসন্তের টিকা মাংকিপক্স থেকে ৮৫ শতাংশ সুরক্ষা প্রদান করে। মাঙ্কিপক্সে রোগীর স্থায়ী ক্ষত, বিকৃত দাগ, সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, ব্রঙ্কোপনিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, কেরাটাইটিস, কর্নিয়ার আলসারেশন, অন্ধত্ব, সেপ্টিসেমিয়া এবং এনসেফালাইটিস ইত্যাদি হয়ে থাকে। আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে সকল ক্ষত শুকানো পর্যন্ত আইসোলেশন আর কোয়ারেন্টাইন করে চিকিৎসা করা আবশ্যক।

"বেসিক সাইন্স হচ্ছে চিকিৎসা ও শিক্ষা গবেষণার সুতিকাগার"
বিএসএমএমইউ- উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়(বিএসএমএমইউ)-এর বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদ কর্তৃক আয়োজিত গত ৩০ জুলাই-২০২২ ইং তারিখ রোজ শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথমবারেরমতো অত্র অনুষদের সকল বিভাগীয় চেয়ারম্যান, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো "ঈদ পূনর্মিলনী" অনুষ্ঠান। উক্ত পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএসএমএমইউ-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র অনুষদের সম্মানিত ডিন, অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার।

প্রধান অতিথি হিসেবে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহোদয় বলেন, বেসিক সাইন্স হচ্ছে চিকিৎসা-শিক্ষা গবেষণার সুতিকাগার। মাননীয় উপাচার্য এই ধরণের অনুষ্ঠানকে ২৪ বছর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের বিভিন্ন বিভাগকে সমৃদ্ধ করতে ইতোমধ্যেই এ্যানিমেল গবেষণার জন্য বেতার ভবনে জায়গা বরাদ্দসহ প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বেসিক সাইন্স অনুষদের জেনোম সিকোয়েন্সিং গবেষণার জন্য ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় অর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তিনি অনুষ্ঠানে আরও উল্লেখ করেন দেশের চিকিৎসা, শিক্ষা এবং গবেষণা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হলে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের কোন বিকল্প নেই। তাই তিনি আগামীতে অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন গবেষণা উদ্ভাবন করতে উক্ত কোর্সে ভর্তি হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি সদ্য চালু হওয়া New born screening এবং First trimester screening test এর পাশাপাশি আরও নতুন নতুন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালু করে দেশ ও জনগণের কল্যাণে অত্র অনুষদের অবদান জোরদার করার প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে সম্মানিত ডীন, অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার বলেন, অত্র অনুষদের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুষদীয় কমিটির প্রস্তাবিত গাইডলাইন অনুযায়ী "ভাইস-চ্যান্সেলর এ্যাওয়ার্ড" নামে প্রস্তাবটি ডীন'স কমিটিতে এবং পরবর্তীতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক পাস হওয়ায় মাননীয় ভিসি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চিকিৎসা-শিক্ষা ও গবেষণার আরও আধিকতর উন্নয়নকল্পে তথা আন্তর্জাতিকমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নীত করার লক্ষ্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় ইতোমধ্যেই যে পিএইচডি প্রোগ্রামের কথা বলেছেন তা আরও বেগবান করতে জুনিয়র শিক্ষকদের প্রতি জোর তাগিদ দেন। দেশের চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নকল্পে Research Methodology-র উপর Workshop করার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের সুযোগ্য জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনীত আমাদের সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মহোদয়ের নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ড দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। তার কর্মোদ্যম ও আদর্শকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণাকে এক নতুনমাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। যার মাধ্যমে বিএসএমএমইউ হবে এ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অনুকরণীয় আদর্শ ও বাংলাদেশের জন্য একটি গর্ব।

উক্ত ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সম্মানিত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (গবেষণাও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমি) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানটি ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফেরদৌসি রহমান-এর সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ জিল্লুর রহমান, ভাইরোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা.এসএম রাশেদ-উল ইসলাম, বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ মাসুম আলম।

শনিবার (৩০ জুলাই) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ ও কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগে একাডেমিক উইং এর শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার।

“থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে বাহকদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে হবে”

২৮ আগস্ট সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধন: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

দেশের প্রথম সেন্টার বেইসড সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন আগামী ২৮ আগস্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নির্মিত এ সুপার স্পেশালাইজড হাসাপাতাল উদ্বোধন করা হবে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টায় (২৮ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ-ব্লক মিলনায়তনে পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগ ও মুভমেন্ট ফর থ্যালাসেমিয়া ইরাডিকেশন ইন বাংলাদেশ (এমটিইবি) যৌথভাবে আয়োজিত ‘থ্যালাসেমিয়া অ্যান ইমার্জিং ন্যাশনাল হেলথ ইস্যু: ওয়ে টু মিনিফাই’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এ তথ্য জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, পদ্মা সেতুর অর্জনের মত স্বাস্থ্যখাতে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালও দেশের জন্য একটি বিরাট অর্জন।

অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া গাইড বুক ও স্যুভেনির,‘‘রক্তিম সাহারার আত্মকথা” প্রকাশিত হয় এবং রোগীগণ তাদের করুন অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, দেশের প্রায় ১০ ভাগ মানুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক। থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বিয়ের

আগে পাত্রপাত্রীর রক্ত পরীক্ষা করা জরুরি। থ্যালাসেমিয়া রোগীর চিকিৎসায় বোনমেরু ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সকল ধরণের সহযোগিতা করবে। ঘরে ঘরে থ্যালাসেমিয়া নির্মূলে সচেতনতা জাগ্রত হোক, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ আন্দোলন সফল হোক এই কামনা করি। তিনি তার বক্তব্যে তার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সকল ধরণের সহযোগীতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পুনবার্সন ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান বলেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে প্রয়োজনে আইন করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন সাফল্য তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, দেশের স্বাভাবিক সময়ের স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পুনবার্সন ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। চলমান কোভিড অতিমারি মোকাবেলায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সারা বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভ্যাক্সিন হিরো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

সভাপতির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তরোগ। বিয়ের আগের পাত্রপাত্রীর রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তারা থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা তা জানা সম্ভব। রক্তের সাথে সাথে চোখেরও পরীক্ষা করা উচিত। পাত্রপাত্রী যদি উভয়ই চোখের মাইনাস পাওয়ারের হয় তবে তাদের সন্তানের চোখেও মাইনাস পাওয়ারের হবে। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তির সময় এবং বিয়ের সময় কাজী অফিসে বর-কনের রক্ত পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পৃথিবীর কয়েকটি থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশের কথা উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, যে জাতি বিশ্বব্যাংকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাংলাদেশের প্রমত্ত পদ্মা নদীর উপর স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে পারে সেই জাতি অবশ্যই থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশ গড়তে পারবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে অবশ্যই থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করতে পারব। তিনি তার বক্তব্যে সবাইকে মিতব্যয়ী হবার আহ্বান জানান।

সংসদ সদস্য ডা. মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন, জন্মের পরপরই নবজাতকের রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে থাইরয়েড,বি-ভাইরাসসহ বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। দেশে অটিস্টিক শিশুদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১০ বছর পরে কী অবস্থা দাঁড়ায় তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে রুটিন পরীক্ষার উপর জোর দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পেডিয়াট্রিক হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও এমটিইবি’র সভাপতি অধ্যাপক ডা. এটিএম আতিকুর রহমান জানান, থ্যালাসেমিয়া একটি বংশানুক্রমিক রোগ। দেশের জনগণের প্রায় ৬-১২ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন ধরনের থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। এছাড়াও প্রতিবছর প্রায় ৭০০০ নতুন শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগের জীনসহ জন্মগ্রহণ করে থাকেন। থ্যালাসেমিয়া রোগীরা সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী অন্যটি থ্যালাসেমিয়ার বাহক। যারা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী তাদেরকে প্রতি মাসেই এক দুই বার রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তারা সারাজীবন এ রোগ বহন করে বেড়ান। এদের অনেকেই বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় মৃত্যুবরণ করেন। বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করে এদেরকে চিকিৎসা করা হলে এদের সুস্থ্য করার সম্ভাবনা আছে। এই অন্যদিকে যারা থ্যালাসেমিয়ার বাহক তারা এই রোগ বহন করেন এবং আরেকজন বাহককে বিয়ে করলে তাদের সন্তানদের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি একজন নরমাল ব্যক্তিকে (ক্যারিয়ার নয়) বিয়ে করেন তবে তাদের সন্তানদের থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই সমাজের সর্বস্তরে এই রোগের ব্যাপকতা এবং একজন বাহক যাতে অন্য একজন বাহককে বিবাহ না করেন, একজন নরমাল ব্যক্তিকে বিবাহ করেন তা নিশ্চিত করা জরুরি।

তিনি আরো জানান, থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে MTEB (Movement for Thalassemia Eradication in Bangladesh) নামক সামাজিক আন্দোলন গঠন করা হয়। এই সংগঠন এবং শিশু হেমাটোলজি এন্ড অনকোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর যৌথ উদ্যোগে দেশের প্রায় ৪০ জন শিশু রক্ত রোগ ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং শিশু বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে একটি সুষ্ঠ কর্মশালা সম্পন্ন করে। কর্মশালায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান সিদ্ধান্ত সমূহ হলো: দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য কলেজে শিক্ষার্থীরা থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা তা জানার ব্যবস্থা করা এবং এই ব্যাপারে একজন নরমাল ব্যক্তি এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক এর বিবাহের ব্যাপারে উৎসাহমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা। জাতীয়ভাবে থ্যালাসেমিয়া স্ক্রীনিং প্রোগ্রাম এবং MIP Couple এর সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক একটি উদ্বোধনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থ করা। থ্যালাসেমিয়ার বাহক নির্ণয় ও থ্যালাসেমিয়া নির্মূলের ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগে একটি থ্যালাসেমিয়া Disease Control & Prevention Program গ্রহণ করা। থ্যালাসেমিয়া বাহকগণ যাতে কিছুতেই অন্য একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক কে বিবাহ করতে না পারেন এ ব্যাপারে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দেশে শিশু রক্তরোগ ও ক্যান্সার এর আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আহ্বান জানানো হয়। চলতি বছরের ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল শিশু দিবসটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ক্যান্সার সাইভার শিশুদের নিয়ে আয়োজন করার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, বিএসএমএমইউ’র উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা, ডব্লিউএইচও, ইউনিসেফ ও সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. চৌধুরী ইয়াকুব জামাল। থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পেশ করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. মোমেনা বেগম। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও চিকিৎসকবৃন্দ, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু ও তাদের সম্মানিত অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল), **ছবি:** সোহেল, আরিফ **প্রকাশক :** ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিষ্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd, ই-মেইল: mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০